দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

124

শিক্ষাঙ্গন

মৌলভীবাজারের জরাজীর্ণ স্কুল ভবন

সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও দীর্ঘদিন যাবত কোন মেরামতের কাজ না করায় মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৭টি ভবন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এগুলো যে কোন মুহূর্তে সামান্য ভূমিকম্পে বা ঝড়ে ধংসে পড়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে। সারা জেলায় ব্যবহার অনুপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ১টি সরকারী মহাবিদ্যালয়; ২টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ২২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১২টি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।

সবচেয়ে বেশী ব্যবহার অনুপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মৌলভীবাজার সদর উপজেলা। এখানকার ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার অনুপযোগী। এগুলো হচ্ছে মৌলভীবাজার সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অফিস ভবন, মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিস ভবন, আলী আমজাদ সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ, মনুমুখ পিটি উচ্চ বিদ্যালয়, হাফিজা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জগৎসী গোপাল কৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়, আমতৈল উচ্চ বিদ্যালয়, আজাদ বক্ত উচ্চ বিদ্যালয়, সাবিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামের কোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আদপালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুজারাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিতেশ্বর সরকারী প্রাথমিক রিদ্যালয়, দক্ষিণ বাড়ন্তি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আরো কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রাজনগর উপজেলায় রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ব্যবহার অনুপযোগী। বড়লেখা উপজেলায় ৩টি বিদ্যালয় ভবন ব্যবহার অনুপযোগী। এগুলো হলো দক্ষিণ ভাগ এন, সি উচ্চ বিদ্যালয়, চানগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মোহাম্মদনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। কমলগঞ্জ উপজেলায় ব্যবহার অনুপযোগী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭টি। এগুলো হলো কমলগঞ্জ মালিটিলেটারেল উচ্চ বিদ্যালয়, তেতইগাঁও রশীদ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মজিরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রশীদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সেলিমগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ব্যবহার অনুপযোগী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫টি। এগুলো হলো হুগলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া মালটি লেটারেল উচ্চ বিদ্যালয়, আলীশারকুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভুজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নোয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। কুলাউড়া উপজেলায় ব্যবহার অনুপযোগী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫টি। এগুলো হলো বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয়, জাবদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মীর্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাতিলা সংঘ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাবই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

জানা যায়, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল মিলনায়তনের ছাদ ধসে ৩৮ জন তরুণ ছাত্রের অকাল মৃত্যু ঘটার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরাজীর্ণ ভবনসমূহের তালিকা প্রণয়নের জন্য সার্কুলার জারি করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ফেসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের স্থানীয় সহকারী প্রকৌশলী মৌলভীবাজার জেলার ৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন জরাজীর্ণ এবং ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষণা করে ছবি সহকারে বিস্তারিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। কিন্তু এর পর কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও এ ব্যাপারে আর কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

এ দিকে ব্যবহারের অনুপযোগী ঘোষিত ভবনসমূহে নিয়মিত বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজ ও ক্লাস হচ্ছে। তাই অভিজ্ঞ মহল আশা করছেন যে, জগন্নাথ হল মিলনায়তনের ঘটনার মতো কোন দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই কর্তৃপক্ষ ভবনগুলো পুনঃনির্মাণ বা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

—নূরুল ইসলাম শেফুল

বি, এ, ক্লাসের বাংলা বই

আগামী সেপ্টেম্বর '৮৮ মাসের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (পাস) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য বারের মত এবারও অনেক পরীক্ষার্থী অংশ নিবে। হয়তো এবার বেশীই হবে। গত পরীক্ষাগুলোর ফলাফল থেকে দেখা যায় বিশেষ করে বি, এ (পাস) শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য বিষয় থেকে বাংলায় ফেল করে বেশী। নানা কারণের মধ্যে অন্যতম হলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্ধারিত পাঠ্য বইয়ের অভাব। ব্যাকরণ ছাড়া বাংলা বই গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, সংগ্রহ, তিনটি পুস্তকরূপে ছাপা হয়েছে। বইগুলো আগে যেমন বাজারে পাওয়া যেত না এখনও তেমনি। অনেকেরই পাঠ্য বইগুলো নেই। অথচ মূল গল্প, প্রবন্ধ, কবিতাগুলো কেমন তা না জেনেই নোট বই থেকে সারাংশ পড়ে জানতে হচ্ছে। যেমন দুধের মজা ঘোলে। মূল বিষয়টি পড়ে নিজেরা যে

৪-এর পাতায় দেখুন